GRRIPP
Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice

কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের দুর্যোগ-প্রবণ এলাকাসমূহে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র গবেষকবৃন্দ

সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ

কোভিড-১৯ অতিমারি বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশ একটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ যার জনসংখ্যা ১৬৫ মিলিয়নেরও বেশি। ইন্টারসেকশনালিটি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে, এই গবেষণার লক্ষ্য কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন বাংলাদেশে মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবার স্থিতিস্থাপকতা মূল্যায়ন করা। গবেষণাটি অতিমারি চলাকালীন সময়ে দুর্যোগ-প্রবণ এলাকাসমূহে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবায় পর্যাপ্ত অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর কৌশলসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে।

গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে গবেষক মিশ্র-পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার দুটি দুর্যোগপ্রবণ উপজেলার (আশাশুনি এবং শ্যামনগর) প্রতিক্রিয়াদাতাদের কাছ থেকে পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

উদ্দেশ্য

এই প্রকল্পের বৃহত্তর উদ্দেশ্য - বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহে কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবায় দরিদ্র, নাজুক এবং সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

- দরিদ্র এবং নাজুক নারীদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলির ওপর কোভিড-১৯ - এর প্রভাব চিহ্নিত করা।
- অতিমারি চলাকালীন সময়ে মাতৃস্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করা।
- অতিমারির সময় মাতৃস্বাস্থ্য সেবাসমূহের সীমিত অভিগম্যতার অন্তর্নিহিত কারণগুলি সনাক্তকরণ।
- নারী, গর্ভবতী মা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত জেন্ডার ভিত্তিক দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করা।

সাতক্ষীরার একজন প্রতিক্রিয়াদাতার লোকালয়ের কাছাকাছি স্থানে জলাবদ্ধতার দৃশ্য

ছবিস্বত্বঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- অতিমারির সময় দরিদ্র এবং অসহায় নারী যাদের মাতৃস্বাস্থ্য সেবাগুলি নেওয়ার সুযোগ কম তাদের জন্য কার্যকর কৌশল তৈরি করা।
- কোভিড-১৯ এর সময়কালে মাতৃস্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং কাঠামোগত উন্নয়ন করা।
- বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র এবং নাজুক নারীদের যথাযথ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কৌশল নির্ধারণ করা।

গবেষণার ফলাফল

এই গবেষণার মূল্যবান ফলাফল হিসেবে দেখা যায় যে, মাতৃস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমিত অভিগম্যতার কারণ হলো - বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো, মাতৃস্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও সেবাদাতাদের জেন্ডার ভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত না করা। গবেষণাটিতে মাতৃস্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাস্তবায়নযোগ্য ও প্রয়োজনীয় কৌশল এবং কার্যকর নীতিসমূহও চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগপুর্ণ উপকুলীয় এলাকায় একজন প্রতিক্রিয়াদাতার বসতভিটার গঠন

ছবিস্বত্বঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুপারিশসমূহ

- জরুরি অবস্থার সময় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য একটি বিধান প্রণয়ন এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য একটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকল্পনায়।
- গ্রামীণ অঞ্চলসমূহ যেখানে জনগণ অতিমারিতে অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেখানে সকলের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং সকলের জন্য টেকসই আয়ের সুযোগ তৈরি করা বিশেষ করে নারীদের জন্য।
- পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা এবং অতিমারিজনিত কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের হোম ভিজিট হ্রাস রোধ করতে পর্যাপ্ত সহায়তা পরিষেবা প্রদান করা।
- দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশলগুলিকে শক্তিশালী করা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানেরা জন্য পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- দুর্যোগ এবং অতিমারির সময় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে আরও ভালো অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রসার ঘটানো।
- অতিমারি চলাকালীন সময়ে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বৃদ্ধি করার জন্য পর্যাপ্ত কাউন্সিলর বা মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা।

কোভিড-১৯ অতিমারি চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের দুর্যোগ-প্রবণ এলাকাসমূহে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র গবেষকবৃন্দ

জেন্ডার রেসপন্সিভ রিজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারসেকশনালিটি ইন পলিসি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস (গ্রিপ) একটি ইউকেআরআই কালেক্টিভ ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প যার লক্ষ- 'নেটওয়ার্কিং প্লাস পার্টনারিং ফর রিজিলিয়েন্স'

www.grripp.net